International Journal of Applied Research 2015; 1(2): 124-125

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(2): 124-125
www.allresearchjournal.com
Received: 11-12-2014
Accepted: 16-01-2015

চেতনা মুখার্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

Correspondence:
চেতনা মুখার্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা

দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে বর্ণিত কালিদাস প্রসঙ্গ ও দ্বিতীয় পুলকেশীর দিগ্বিজয

চেতনা মুখার্জ্জী

দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। তা রাজনৈতিক দিক থেকে হোক বা সামাজিক দিক থেকেই হোক আবার মহান কবি কালিদাসের আবির্ভাব কালের দিকেও আলোকপাত করে এই প্রশস্তি।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় পুলকেশীর দিগ্বিজয় নিয়ে। দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্য বংশজাত। দ্বিতীয় পুলকেশীর পিতা কীর্তিবর্মা যখন মারা যান তখন তিনি নাবালক তাই কীর্তিবর্মার ভ্রাতা মঙ্গলেশ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখনও কিন্তু মঙ্গলেশ সিংহাসনের অধিকার ছাড়েন নি। অতঃপর দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে পিতৃব্যের যুদ্ধ হয় ও যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। মঙ্গলেশ কেবল রাজ্য নয় প্রাণও ত্যাগ করেন। পুলকেশী যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন তখন সারা দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা যায় সেই অবস্থার সুযোগে আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামে দুই রাজা ভৈমরথী নদীর উত্তর দিক পর্যন্ত অভিযান করেন। পুলকেশী গোবিন্দকে পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আপ্পায়িককে পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। অতঃপর পুলকেশী দক্ষিণ কর্ণাটকের গঙ্গগণ ও শিমোগা জেলার আলূপ গণকে পরাজিত করেন। গঙ্গদের রাজধানী ছিল তালকদ। আলূপগণ সম্ভবত মালাবারের নাগ-শাসকদের শাখা। অতঃপর পুলকেশী কোঙ্কণের মৌর্যদের পরাভূত করেন। রণতরীর দ্বারা তিনি পশ্চিম সমুদ্র ও পুরী নগরী অবরুদ্ধ করেছিলেন। এর পরে পুলকেশী লাট, মালব আর গুর্জরদের পরাজিত করেন।

পুলকেশীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল কান্যকুব্জরাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করা। 'ভযবিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ'। পণ্ডিতদের অনুমান যে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধ হয় পুলকেশী বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণীতে রেবা ও নর্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে গুজরাট উভয়েই অধিকার করতে চেয়েছিলেন বলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। হর্ষকে পরাজিত করেই পুলকেশী পরমেশ্বর উপাধি ধারণ করেন।

অতঃপর পুলকেশী কোশল সহ কলিঙ্গ জয় করেন এখানে দক্ষিণ কোশলের কথাই বলা হচ্ছে।

অতঃপর পুলকেশী পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মাকে কাঞ্চীপুরের প্রাকারের আড়ালে পাঠিয়ে দেন। পল্লবরাজার সম্মানহানির পর পুলকেশী কাবেরী নদী পার হয়ে চোল, কেরল, ও পান্ড্যদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। তবে পল্লবদের উপর তার আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মার হাতে তিনি পরাজিত ও সম্ভবতঃ নিহত হন।

অতঃপর আমরা চলে আসি এই অভিলেখের অপর বিশেষ এক প্রসঙ্গে। এই প্রশস্তির রচয়িতা রবিকীর্তি নিজেকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ বলে দাবি করেছেন।

এই প্রশস্তিতে ভারবির কবিকীর্তিকে কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তখনকার দিনে কীর্তির অধিকারী হতে দীর্ঘ সময় লাগত। ভারবি কিরাতার্জুনীয়ম মহাকাব্যের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল সুতরাং এই কালটাকে আমরা কালদিাসের আবির্ভাব কালের একটা অন্তিম সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

তাহলে এখন আমাদের জানতে হবে যে কালিদাস কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে কোন কবির কাব্য রচনা করলে সেই কাব্য পুঁথির অনুলিখন করে ছাত্ররা নিয়ে যেত। পন্ডিতদের মতে কালিদাস উজ্জয়িনীর বাসিন্দা ছিলেন। আইহোল হল দক্ষিণভারত এবং উজ্জয়িনী হল উত্তর ভারত। তাই কালিদাসের রচনার অনুলিখন করে তারপর তার যে বিস্তৃতি তার দীর্ঘ সময় লাগত তবেই তিনি মহাকবিরূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারে যে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আইহোল প্রশস্তি রচিত হয় তার আনুমানিক ১৫০-২০০ বছর আগে কালিদাস আবির্ভূত হন।

যদিও কিংবদন্তী আছে বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। কারও কারও মতে গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৩য়-৫ম শঃ) কালিদাস জীবিত ছিলেন। তাঁদের মতে ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৬-৪১৪ খ্রীঃ) সভাকবিরূপে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন এটা নিশ্চয়ই কোনো সুদূর পরাহত কল্পনা নয় এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা লুকিয়ে আছে।

যদিও কালিদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ১৯৪১ সালে সমুদ্রগুপ্তের রচনারূপে অভিহিত কৃষ্ণচরিত নামক গ্রন্থের খন্ডিত অংশ প্রকাশিত হবার পর এক নূতন বিতর্ক দেখা যায় উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নাট্যকার কালিদাস ও মহাকাব্যকার কালিদাস পৃথক পৃথক ব্যক্তি। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রচয়িতা কালিদাস ছিলেন রাজা শূদ্রকের সভাকবি এবং রঘুকার কালিদাস ছিলেন গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি (৪১৫-৫৫ খ্রীঃ)।

অনেক পন্ডিত মনে করেন অশ্বঘোষ কালিদাস দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং যেহেতু অশ্বঘোষের জীবৎকাল আনুমানিক ১ম শতক সেহেতু কালিদাসকে খ্রীঃপূঃ যুগের কবিরূপে নির্দেশ করা যায়।

ভোজের কুন্তলেশ্বর বা কুন্তেশ্বরদৌত্যে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী কালিদাস বিক্রমাদিত্যের দূতরূপে বাকাটক প্রবরসেনের সভায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু উক্ত বিক্রমাদিত্য কোন রাজা এবং কালিদাসই বা কোন কবি তৎসম্পর্কে ভোজ নীরব।

অধিকাংশ পন্ডিতদের মতে কালিদাস খ্রীঃপূর্বঃ ২য় শতক - খ্রীঃপূঃ ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে জীবিত ছিলেন। বসুমিত্র নাগার্জুনের লেখায় কালিদাসের নাম নেয়। তার রচনায় শক, ক্ষত্রপদের উল্লেখ আছে। অনেক পন্ডিত আবার মনে করেন যে কালিদাস সম্ভবতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং ১ম কুমারগুপ্তের জন্ম (৪১৫-৫৫খ্রীঃ) স্মরণ করেই তিনি কুমারসম্ভব কাব্য রচনা করেন।

সুতরাং পরিশেষে আমরা এটা বলতে পারি যে দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তির কাল ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ তাই এই সময়ে ভারবি নিঃসন্দেহে বিশাল কবিকীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন যার জন্য তার কীর্তির তুলনা করতে গিয়ে কবি কালিদাসকে উপমান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই তিনি ষষ্ঠ শতকের পরে আবির্ভূত হতে পারেন না। তাই আইহোল শিলালেখের নিরীখে এটাকেই কালিদাসের আবির্ভাব কালের একটা জ্রদ্রন্দ্রত্র জ্রদ্বষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। আবার অন্যদিকে ভারবির কালও খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই স্থাপন করা যায়।

গ্রন্থতালিকা

১। Diskalkar, D.B. Selections from Sanskrit Inscriptions.
২। Sircar, D.C. – Select Inscriptions, Vol. II
৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসত্র